ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 1985
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম 3 ...

011

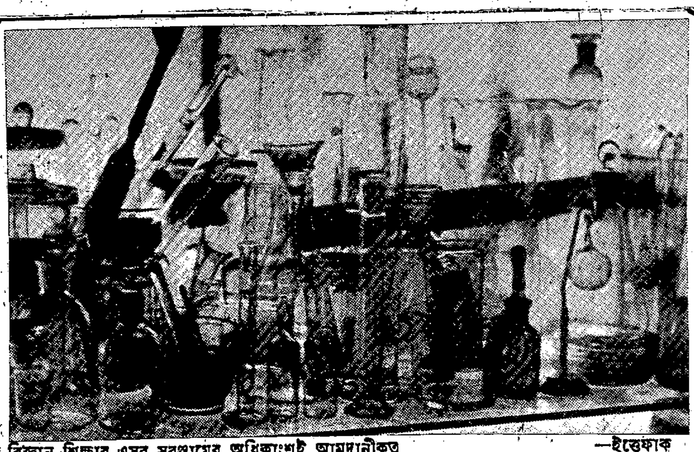

বিজ্ঞান শিক্ষার এসব সরঞ্জামের অধিকাংশই আমদানীকৃত —ইত্তেফাক

বিজ্ঞান শিক্ষা সরঞ্জামের সমস্যা মিটে নাই—

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ-সাহায্যে ১৩৫০টি স্কুল ও মাদ্রাসায় সরকারী সরঞ্জাম উন্নয়ন বোর্ড হইতে সরবরাহকৃত ল্যাবোরেটরী যন্ত্রপাতি ও উপকরণে ত্রুটিবিচ্যুতি ক্রমেই ধরা পড়িতেছে। এডিবির ওয়েভ মিশন ঢাকার আইডিয়াল স্কুলে বাক্সবন্দী এসব সরঞ্জাম খুলিয়া নমুনা যাচাইকালে অনেক দোষত্রুটি ধরিয়া ফেলেন। বোর্ড প্রধান অবশ্য গতকাল (বৃহস্পতিবার) জানান, বর্তমানে ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০০টি স্কুল ও মাদ্রাসায় পরীক্ষাগার সরঞ্জাম প্রেরণের পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা জোরদার করা হইয়াছে।

শিক্ষালয়ের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের বেসরকারী খাতের প্রায় ১০০ আমদানীকারক, বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারকের সংগঠন দাবী করে, আমদানী ও প্রস্তুতকরণে তাহাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞান শিক্ষা সরঞ্জাম

(১ম পৃঃ পর)

ইত্তেফাক

তারিখ 16 NOV 1985 ... ১ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম 3 ...

আছে। তবে শিক্ষা খাতের বিজ্ঞান সরঞ্জামের বরাদ্দ সরাসরি বোর্ডের নিকট হইতে বাকীতে সংগৃহীত সরঞ্জামের মূল্যবাবদ চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের মন্দীভূত চাহিদার বাজারে উৎসাহহীন দিন কাটাইতে হইছে।

বিজ্ঞান সরঞ্জামের অভাব আমদানী ও স্থানীয় উৎপাদনে মোটামুটি দূর হইলেও বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উৎসাহ শিক্ষক সমস্যা ও অরক্ষিত পরীক্ষাগারের অভাবে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের একজন স্কুল সংগঠকের অভিজ্ঞতায় মফস্বল অঞ্চলে হাইস্কুলগুলির ল্যাবোরেটরীর দুরূহ সমস্যার কথা জানা গিয়াছে।

নড়বড়ে স্কুলগৃহে মূল্যবান ও বাজারে বিক্রিযোগ্য ৪০/৫০ হাজার টাকার সরঞ্জাম ও উপকরণ রাখার উপায় নাই। তাই স্কুল হইতে বেশ দূরে সেক্রেটারীর বাসভবনে এসব সরঞ্জাম রাখিয়া দেওয়া হয়। অনেক স্কুলের অবস্থাই তদ্রূপ। অনেক স্কুলে একজন বিজ্ঞান শিক্ষক অষ্টমমান হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান, অঙ্ক, ভূগোল পড়াইয়া এমনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার পক্ষে ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। শহরের স্কুলগুলির ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজনও সার্বিকভাবে তদপেক্ষ খুব উন্নত নহে।

ইহার মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক দিয়া কাঁচের সরঞ্জাম, ২০ ভাগ শুল্ক ও ২০ ভাগ বিক্রয় কর দিয়া মাইক্রোস্কোপ, ৫০ ভাগ শুল্ক ও শুল্ক সমন্বিত দামের উপর আরও ২০ ভাগ বিক্রয় কর দিয়া বেসরকারী খাত এসব সামগ্রী আমদানী করিতেছে। প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় খুব সামান্য। বোর্ডকে যে সকল সরঞ্জাম স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বলিয়া সরবরাহ করা হয়, উহার নমুনা স্থানীয় হইলেও গুদামে নিয়মানের আমদানীকৃত সরঞ্জাম ঢুকিয়া যায়। বোর্ড চেয়ারম্যানও এ পরিস্থিতির সত্যতা কিছুটা স্বীকার করিয়াছেন।

স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞান সরঞ্জাম উৎপাদনে উৎসাহ দানের জন্য ১৯৮১ সনে ব্যারোটিকে বোর্ডে উন্নীত করা হয়। বোর্ড প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে অবতীর্ণ হওয়ায় ইতিপূর্বেকার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উদ্ভাবনামুখী প্রয়াসে যন্ত্রপাতি তৈরীর মাত্রা অনেকটা হ্রাস পায় বলিয়া ব্যবসায়ীরা দাবী করেন। বোর্ডের বক্তব্য যেসব সরঞ্জাম ২০০ টাকায় স্কুলগুলিকে তাহারা দিয়া থাকে, হাটখোলা হইতে কিনিতে গেলে ৬০০ টাকা লাগিয়া যায়। তাই স্কুলের তহবিলের সাশ্রয় ও এডিবির ঋণের শর্ত পূরণের জন্য এ পদ্ধতি বাছিয়া নিতে হইয়াছে। তবে বোর্ড এ যাবৎ প্রায় ২ হাজার স্কুল-মাদ্রাসায় সরবরাহ সম্পন্ন করিলেও সরকারী তহবিল ঘুরিয়া বোর্ডের হাতে আসে নাই।

কলেজসমূহের চাহিদা মিটাইবার মত মান ও বৈচিত্র্য বোর্ডের নাই বলিয়া বেসরকারীখাত এখন কলেজের চাহিদা মিটানোর ব্যবসায়ে নিজেদের নিয়োজিত করিতেছে।

এক্ষেত্রে স্কুলে স্কুলে কাঁচের পাইপ হিসাবে সরবরাহকৃত বোর্ডের বেশী দামের পাইপগুলি গোলাবাজারে টেইটউব তৈরীর উপকরণ হিসাবে আসিয়া পড়িতেছে। হাইস্কুল পর্যায়ে যে সকল গবেষণাগার মানের রাসায়নিক সরবরাহ করা হইতেছে উহাও বাজার খুঁজিতেছে। কারণ, এক পাউণ্ড বাণিজ্যিক মানের খাবার সোডার দাম ৫ টাকা। কিন্তু বোর্ড কর্তৃক স্কুলে সরবরাহকৃত উচ্চতর গবেষণাগারের উপযোগী সোডার পাউণ্ড বাজারে ১২৫ টাকা। শতকরা ১৫ ভাগ শুল্ক দিয়া বোর্ড আমদানীর সুযোগ পায়। বাজারের জন্য এ শুল্ক হার কমপক্ষে ৭ গুণ বেশী।

এদিকে সরঞ্জাম উন্নয়ন বোর্ড মীরপুরে আধুনিক বিজ্ঞান সরঞ্জাম তৈরীর কারখানায় ৪০টি মেশিন পত্র বসাইয়াছে। তবে বিনাদরপত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে বোর্ড যে কন্সালট্যান্সি প্রদান করিয়াছিল, উহার খেসারত এখন মাথা তুলিতেছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যস্ত শিক্ষকরা সময় বলিতে কিছুই দেন নাই, কিন্তু যে ফী তাঁহারা দাবী করিয়া বসিয়াছেন, বাজারদর অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী। ইহা লইয়া বোর্ড শরমে কিছু বলিতেও পারিতেছে না।